একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন

এই অধ্যায়ে মথুরায় কংসের পরিকল্পনাদি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে অক্রূরের অবহিতকরণ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাকালে গোপীগণের কাতরতা এবং যমুনার জল মধ্যে অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণ ও বলরাম যখন অক্রূরকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে পালঙ্কে সুখাসীন করলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যে, বৃন্দাবনে আসবার পথে তিনি যা অভিলাষ করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়েছে। সান্ধ্য ভোজনের পর কৃষ্ণ অক্রূরকে তাঁর যাত্রাপথের কুশল এবং তিনি ভাল আছেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন। কংস তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি কিরকম আচরণ করছে, ভগবান তাও জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে তিনি অক্রূরকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

কংস কিভাবে যাদবগণের উপর অত্যাচার করছেন, নারদ কংসকে কি বলেছিলেন এবং কংস কিভাবে বসুদেবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করছেন, অক্রূর এই সকল কথা বর্ণনা করলেন। ধনুর্যজ্ঞ দর্শনের অছিলায় এবং মল্লক্রীড়ায় যুক্ত করে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনয়ন করে তাঁদের হত্যা করার কংসের আকাঙ্ক্ষার কথাও অক্রূর বললেন। এইসব কথা শুনে কৃষ্ণ ও বলরাম উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তাঁরা তাঁদের পিতা নন্দের কাছে গিয়ে কংসের নির্দেশের কথা তাঁকে জ্ঞাপন করলেন। নন্দ তখন সকল ব্রজবাসীগণের প্রতি এক নির্দেশ জারি করলেন যে, তাঁরা যাতে রাজার জন্য বিভিন্ন অর্পণ সামগ্রী সংগ্রহ করে মথুরায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় যাচ্ছেন শ্রবণ করে গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁরা সকল বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে কৃষ্ণ-লীলার স্মরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণকে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাঁরা বিধাতাকে দোষারোপ করতে করতে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন যে, অক্রূর তাঁর নামের যোগ্য নন (অ='না', ক্রূর='নিষ্ঠুর'), কারণ তিনি এতই নিষ্ঠুর যে, তিনি তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন। "ভাগ্যও নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে", এই বলে তাঁরা পরিতাপ করতে লাগলেন, "তা না হলে ব্রজের জ্যেষ্ঠগণ কেন কৃষ্ণকে যেতে নিষেধ করছেন না। তাই চল, আমাদের লজ্জা ভুলে গিয়ে আমরাই ভগবান মাধবকে যাওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করি।" এই সব কথার সঙ্গে গোপীগণ কৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে করতে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁদের ক্রন্দন সত্ত্বেও অক্রূর তাঁর রথে করে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। গোকুলের গোপগণ তাঁর শকটের পেছনে অনুগমন করলেন আর গোপীগণও পেছনে পেছনে কিছুদূর হেঁটে গেলেন, কিন্তু তখন কৃষ্ণ কর্তৃক দৃষ্টিপাত ও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়ে এবং "আমি ফিরে আসব" বলে কৃষ্ণ সংবাদ প্রেরণ করার পর তাঁরা শান্ত হলেন। তাঁদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ-মগ্না হয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত রথের ধ্বজা দেখা যায় কিম্বা পথের ধূলি-মেঘ উত্থিত হয়, ততক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো গোপীগণ দণ্ডায়মান থাকলেন। অতঃপর সর্বক্ষণ কৃষ্ণের গরিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা হতাশভাবে তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অক্রূর রথটিকে যমুনার তীরে থামালেন যাতে কৃষ্ণ ও বলরাম আচমন ক্রিয়া অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং জল পান করেন। ভগবানদ্বয় রথে ফিরে এলে অক্রূর যমুনায় স্নান করার জন্য তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করলেন। অক্রূর যখন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে জলমধ্যে কৃষ্ণ ও বলরামকে দণ্ডায়মান দর্শন করলেন। অক্রূর জল থেকে উঠে রথে ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁরা তখনও সেখানেই বসে রয়েছেন। তাই যে দুই মূর্তি তিনি সেখানে দেখেছিলেন, তা সত্যি না মিথ্যে সেটি যাচাই করবার জন্য তখন তিনি জলে ফিরে গেলেন।

অক্রূর জলমধ্যে চতুর্ভুজ ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করলেন। তাঁর বর্ণ ছিল নবঘনশ্যাম, তিনি পীতবর্ণের বসন পরিধান করেছিলেন এবং সহস্রফণাধর অনন্তশেষের ক্রোড়ে শায়িত ছিলেন। ভগবান বাসুদেব সিদ্ধ, ভুজগরাজ ও অসুরদের দ্বারা স্তুত হচ্ছিলেন, এবং তিনি তাঁর পার্ষদগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। তিনি তাঁর বহু শক্তিসমূহ যেমন শ্রী, পুষ্টি এবং ইলা দ্বারা পরিষেবিত হচ্ছিলেন এবং ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ তাঁর স্তব গান করছিলেন। এবম্বিধ দর্শনে আনন্দিত হয়ে অক্রূর বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ কণ্ঠে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সুখোপবিষ্টঃ পর্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ ।
লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সুখ**—সুখে; **উপবিষ্টঃ**—আসীন; **পর্যঙ্কে**—পালঙ্কে; **রাম-কৃষ্ণ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **উরু**—অত্যন্ত; **মানিতঃ**

—সম্মানিত; লেভে—প্রাপ্ত হলেন; মনঃ-রথান্—তাঁর অভিলাষসমূহ; সর্বান্—সকল; পথি—পথে; যান্—যা; সঃ—তিনি; চকার হ—ভেবেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বলরাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে পালঙ্কে সুখে উপবিষ্ট হয়ে অক্রূর অনুভব করলেন পথিমধ্যে তিনি যে সকল আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা সবই পূর্ণ হয়েছে।

শ্লোক ২

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে ।
তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥ ২ ॥

কিম্—কি; অলভ্যম্—অপ্রাপ্ত থাকে; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবান; প্রসন্নে—প্রসন্ন হলে; শ্রী—লক্ষ্মীদেবীর; নিকেতনে—নিবাসস্থল; তথা অপি—তথাপি; তৎ-পরাঃ—তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); ন—না; হি—প্রকৃতপক্ষে; বাঞ্ছন্তি—আকাঙ্ক্ষা করেন না; কিঞ্চন—কোন কিছু।

অনুবাদ

হে রাজন, লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে যে সন্তুষ্ট করেছে, তার আর কিই বা অপ্রাপ্ত থাকতে পারে? তবুও তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না।

শ্লোক ৩

সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসূতঃ ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩ ॥

সায়ন্তন—সন্ধ্যাকালীন; আসনম্—ভোজ; কৃত্বা—সমাপ্ত করে; ভগবান্—ভগবান; দেবকী-সুতঃ—দেবকীর পুত্র; সুহৃৎসু—তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুগণের প্রতি; বৃত্তম্—আচরণ সম্বন্ধে; কংসস্য—কংসের; প্রপচ্ছ—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; অন্যৎ—অন্যান্য; চিকীর্ষিতম্—উদ্দেশ্যসমূহ।

অনুবাদ

সান্ধ্য ভোজনের পর দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কংস তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি কিরকম আচরণ করছে এবং রাজা আর কি করার পরিকল্পনা করছে, সেই বিষয়ে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীভগবানুবাচ

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; তাত—হে তাত; সৌম্য—হে সৌম্য; আগতঃ—আগমন করেছেন; কচ্চিৎ—কি; সু-আগতম্—স্বাগতম; ভদ্রম্—কুশল; অস্তু—হউক; বঃ—তোমার; অপি—কিনা; স্ব—তোমাদের নিজেদের; জ্ঞাতি—অন্তরঙ্গ আত্মীয়; বন্ধূনাম্—বন্ধুগণ; অনমীবম্—সুখে; অনাময়ম্—আরোগ্যে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে তাত, হে সৌম্য অক্রূর, তোমার সুখে আগমন হয়েছে তো? তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা সুখে ও সুস্বাস্থ্যে রয়েছে তো?

শ্লোক ৫

কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে ।
কংসে মাতুলনাম্নাঙ্গ স্বানাং নস্তৎপ্রজাসু চ ॥ ৫ ॥

কিম্—কি; নু—আর; নঃ—আমাদের; কুশলম্—কুশল; পৃচ্ছে—আমি জিজ্ঞাসা করব; এধবানে—সে যখন বৃদ্ধিমান; কুল—আমাদের পরিবারের; আময়ে—ব্যাধি; কংসে—রাজা কংস; মাতুল-নাম্না—নামেমাত্র মাতুল; অঙ্গ—হে প্রিয়; স্বানাম্—আত্মীয়গণের; নঃ—আমাদের; তৎ—তার; প্রজাসু—প্রজাগণের; চ—এবং।

অনুবাদ

কিন্তু, হে প্রিয় অক্রূর, যখন আমাদের পরিবারের ব্যাধিস্বরূপ মাতুল নামধারী রাজা কংস বৃদ্ধিশীল রয়েছে, তখন আমাদের পরিবারের সদস্য ও তার অন্যান্য প্রজাগণের সম্পর্কে আমার আর কিই বা জিজ্ঞাসা করা উচিত?

শ্লোক ৬

অহো অস্মদ্ ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্যয়োঃ ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬ ॥

অহো—আঃ; অস্মৎ—আমার জন্য; অভূৎ—হল; ভূরি—প্রভূত; পিত্রোঃ—আমার পিতামাতার; বৃজিনম্—দুঃখভোগ; আর্যয়োঃ—নিরপরাধ; যৎ-হেতোঃ—আমার

জন্যই; পুত্র—তাঁদের পুত্রদের; মরণম্—মৃত্যু হল; যৎ-হেতোঃ—আমার জন্যই; বন্ধনম্—বন্ধন; তয়োঃ—তাঁদের।

অনুবাদ

দেখ, আমি কতখানি আমার নিরপরাধ পিতা মাতার দুঃখের কারণ হয়েছি! আমার জন্যই তাঁদের পুত্রগণ বধ হয়েছেন এবং তাঁরা নিজেরা কারারুদ্ধ হয়েছেন।

তাৎপর্য

যেহেতু কংস দৈববাণী শ্রবণ করেছিল যে, দেবকীর অষ্টম পুত্র তাকে হত্যা করবে, তাই সে তাঁর সকল সন্তানকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। একই কারণে সে তাঁকে ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে বন্দী করেছিল।

শ্লোক ৭

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্ ।
সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥ ৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যবশত; অদ্য—আজ; দর্শনম্—দর্শন হল; স্বানাম্—জ্ঞাতি; মহ্যম্—আমার; বঃ—তোমার; সৌম্য—হে সৌম্য; কাঙ্ক্ষিতম্—অভীষ্ট; সঞ্জাতম্—ঘটল; বর্ণ্যতাম্—বর্ণনা কর; তাত—হে তাত; তব—তোমার; আগমন—আগমনের; কারণম্—কারণ।

অনুবাদ

সৌভাগ্যবশত, আমাদের জ্ঞাতি, তোমাকে দর্শন করার অভীষ্ট আজ পূর্ণ হল। হে সৌম্য তাত, দয়া করে তোমার আগমনের কারণ আমাদের বর্ণনা কর।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

পৃষ্টো ভগবতা সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; ভগবতা—ভগবান দ্বারা; সর্বম্—সমস্ত কিছু; বর্ণয়াম্ আস—বর্ণনা করলেন; মাধবঃ—মধুবংশজাত অক্রূর; বৈর-অনুবন্ধম্—শত্রুতাচারণ; যদুষু—যদুগণের প্রতি; বসুদেব—বসুদেবকে; বধ—বধ করার; উদ্যমম্—চেষ্টা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে মধুবংশজাত অক্রূর, রাজা কংসের যদুগণের প্রতি শত্রুতাচরণ এবং বসুদেবকে তার হত্যার চেষ্টা সহ সকল পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৯

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্ ।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥ ৯ ॥

যৎ—যে; সন্দেশঃ—সংবাদ; যৎ—যে; অর্থম্—উদ্দেশ্যে; বা—এবং; দূতঃ—দূত রূপে; সংপ্রেষিতঃ—প্রেরিত হয়েছেন; স্বয়ম্—নিজে (অক্রূর); যৎ—যা; উক্তম্—বলেছিলেন; নারদেন—নারদ; অস্য—তাকে (কংসকে); স্ব—তাঁর (কৃষ্ণের); জন্ম—জন্ম; আনকদুন্দুভেঃ—বসুদেব হতে।

অনুবাদ

যে সংবাদ প্রদান করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন, অক্রূর তা নিবেদন করলেন। তিনি কংসের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কৃষ্ণ যে বসুদেবপুত্র রূপে জন্ম নিয়েছেন, নারদ কর্তৃক কংসকে তা জ্ঞাপন করার কথাও বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১০

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা ।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; অক্রূর-বচঃ—অক্রূরের কথা; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; বলঃ—শ্রীবলরাম; চ—এবং; পর-বীর—মহাবল-পরাক্রান্ত; হা—শত্রুবিনাশন; প্রহস্য—হাসতে হাসতে; নন্দম্—নন্দ মহারাজের কাছে; পিতরম্—তাঁদের পিতা; রাজ্ঞা—রাজার; দিষ্টম্—প্রদত্ত নির্দেশ; বিজজ্ঞতুঃ—জ্ঞাপন করলেন।

অনুবাদ

মহাবল শত্রুবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অক্রূরের কথাগুলি শ্রবণ করে হেসে উঠলেন। উভয়েই তখন তাঁদের পিতা নন্দ মহারাজের কাছে রাজা কংসের নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন।

শ্লোক ১১-১২

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥ ১১ ॥

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্ ।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল ।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ॥ ১২ ॥

গোপান্—গোপগণকে; **সমাদিশৎ**—নির্দেশ দিলেন; **সঃ**—তিনি (নন্দ মহারাজ); **অপি**—ও; **গৃহ্যতাম্**—সংগ্রহ কর; **সর্ব**—সকল; **গো-রসঃ**—দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি; **উপায়নানি**—উত্তম উপহার; **গৃহ্ণীধ্বম্**—গ্রহণ কর; **যুজ্যন্তাম্**—যোজনা কর; **শকটানি**—শকট; **চ**—এবং; **যাস্যামঃ**—আমরা যাব; **শ্বঃ**—আগামীকাল; **মধু-পুরীম্**—মথুরাতে; **দাস্যামঃ**—আমরা প্রদান করব; **নৃপতেঃ**—রাজাকে; **রসান্**—আমাদের দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ; **দ্রক্ষ্যামঃ**—আমরা দর্শন করব; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত বিশাল; **পর্ব**—উৎসব; **যান্তি**—গমন করছে; **জান-পদাঃ**—জনপদবাসীগণ; **কিল**—বস্তুত; **এবম্**—এইভাবে; **আঘোষয়ৎ**—তিনি ঘোষণা করলেন; **ক্ষত্রা**—গ্রামরক্ষক দ্বারা; **নন্দ-গোপঃ**—নন্দ মহারাজ; **স্ব-গোকুলে**—নিজ গোকুলের জনসাধারণের কাছে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ তখন গ্রামরক্ষক দ্বারা ব্রজে নন্দের এলাকা জুড়ে নিম্নরূপ ঘোষণা করে গোপগণের প্রতি নির্দেশ জারী করলেন, "সকল প্রাপ্য দুগ্ধজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে, মূল্যবান উপহার আনয়ন করে শকট যোজনা কর। আগামীকাল আমরা মথুরা গমন করে আমাদের দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রাজাকে প্রদান করব এবং এক অত্যন্ত বিশাল উৎসব দর্শন করব। সকল জনপদবাসীরাও গমন করছে।"

তাৎপর্য

রাজার প্রতি কর রূপে ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য নন্দ নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্ ।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥ ১৩ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **তাঃ**—তাঁরা; **তৎ**—তখন; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **বভূবুঃ**—হলেন; **ব্যথিতাঃ**—দুঃখিতা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **পুরীম্**—মথুরা নগরীতে; **নেতুম্**—নিয়ে যাবার জন্য; **অক্রূরম্**—অক্রূর; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **আগতম্**—আগমন করেছেন।

অনুবাদ

গোপীগণ যখন শ্রবণ করলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নগরীতে নিয়ে যাবার জন্য অক্রূর ব্রজে আগমন করেছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন।

শ্লোক ১৪

কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥ ১৪ ॥

কশ্চিৎ—তাঁদের কেউ; তৎ—তা (শ্রবণ করে); কৃত—উৎপন্ন হল; হৃৎ—তাঁদের হৃদয়ে; তাপ—তাপদ্ভূত; শ্বাস—নিঃশ্বাস দ্বারা; ম্লান—মলিন হয়ে উঠল; মুখ—তাঁদের মুখমণ্ডলের; শ্রিয়ঃ—সৌন্দর্য; স্রংসৎ—স্খলিত হল; দুকূল—তাঁদের বসন; বলয়—বলয়; কেশগ্রন্থয়ঃ—কেশগ্রন্থি; চ—এবং; কাশ্চন—অন্যান্য গোপীগণের।

অনুবাদ

কোন কোন গোপীর হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তাপ অনুভবজনিত কষ্টকর নিঃশ্বাসের ফলে তাঁদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠেছিল। নিদারুণ মনস্তাপে অন্যান্য গোপীদের বসন, বলয় ও কেশগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল।

শ্লোক ১৫

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ ১৫ ॥

অন্যাঃ—অন্য গোপীগণ; চ—এবং; তৎ—তাঁর; অনুধ্যান—ধ্যানবশত; নিবৃত্ত—নিবৃত্ত; অশেষ—সকল; বৃত্তয়ঃ—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; ন অভ্যজানন্—তাঁরা অনবহিত রইল; ইমম্—এই; লোকম্—জগৎ; আত্ম—আত্মোপলব্ধির; লোকম্—ক্ষেত্র; গতাঃ—যাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন; ইব—ন্যায়।

অনুবাদ

অন্য গোপীগণ কৃষ্ণানুধ্যানে স্থির হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণত নিরুদ্ধ হয়েছিল। আত্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত মানুষদের মতো বাহ্যজগৎ বিষয়ে তাঁদের সকল চেতনা লুপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে গোপীগণ ইতিমধ্যেই আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীত ছিলেন। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (মধ্যলীলা ২০/১০৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস* অর্থাৎ "আত্মা বা জীব কৃষ্ণের চিরকালের সেবক।" সুতরাং, যেহেতু

গোপীগণ ভগবানের অত্যন্ত গভীর প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত থাকতেন, তাই তাঁরা আত্মোপলব্ধির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্লোক ১৬

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

স্মরন্ত্যঃ—স্মরণ করতে করতে; **চ**—এবং; **অপরাঃ**—অপর; **শৌরেঃ**—কৃষ্ণের; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **স্মিত**—ঈষৎ হাস্য; **ঈরিতাঃ**—প্রেরিত; **হৃদি**—হৃদয়; **স্পৃশঃ**—স্পর্শ; **চিত্র**—বিচিত্র; **পদাঃ**—পদময়; **গিরঃ**—বাক্যসকল; **সংমুমুহুঃ**—মূর্ছিত হলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

অপর ব্রজস্ত্রীগণ কেবলমাত্র ভগবান শৌরির (কৃষ্ণ) বাক্যসমূহ স্মরণ করতে করতে মূর্ছিত হলেন। অনুরাগব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যসহ উচ্চারিত বিচিত্র পদশোভিত এই সমস্ত বাক্য তাঁদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

শ্লোক ১৭-১৮

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্ ।
শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥ ১৭ ॥
চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

গতিম্—গতি; **সু-ললিতাম্**—সুললিত; **চেষ্টাম্**—চেষ্টা; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **হাস**—হাস্য; **অবলোকনম্**—দৃষ্টিপাত; **শোক**—শোক; **অপহানি**—বিনাশক; **নর্মাণি**—পরিহাস বাক্য; **প্রোদ্দাম**—উদার; **চরিতানি**—আচরণ; **চ**—এবং; **চিন্তয়ন্ত্যঃ**—চিন্তা করতে করতে; **মুকুন্দস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **ভীতাঃ**—ভীতা; **বিরহ**—বিরহ; **কাতরাঃ**—কাতর; **সমেতাঃ**—সমবেত হয়ে; **সঙ্ঘশঃ**—দলে দলে **প্রোচুঃ**—বলতে লাগলেন; **অশ্রু**—অশ্রুপূর্ণ; **মুখ্যঃ**—মুখমণ্ডলে; **অচ্যুত-আশয়াঃ**—ভগবান অচ্যুতের চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

শ্রীমুকুন্দ হতে স্বল্প-বিরহ সম্ভাবনার ভয়েও ভীতা গোপীগণ এখন তাঁর সুললিত গতি, তাঁর লীলা, তাঁর অনুরাগ, হাস্য, তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক-আচরণ এবং তাঁদের শোক-বিনাশক তাঁর পরিহাস বাক্য স্মরণ করতে করতে সম্ভাব্য মহা-বিরহ ভাবনায় উদ্বিগ্না

হয়ে পরস্পর সমবেত হলেন। অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডলে ও পূর্ণভাবে ভগবান অচ্যুতে মগ্নচিত্ত হয়ে তাঁরা দলবদ্ধভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতম্ যথা ॥ ১৯ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীগণ বললেন; অহো—হায়; বিধাতঃ—বিধাতা; তব—তোমার; ন—নাই; ক্বচিৎ—কোন; দয়া—দয়া; সংযোজ্য—সংযুক্ত করে; মৈত্র্যা—মৈত্রী; প্রণয়েন—ও প্রণয়ের সঙ্গে; দেহিনঃ—দেহীগণকে; তান্—তাদের; চ—এবং ; অকৃত—অপূর্ণ; অর্থান্—তাদের লক্ষ্য; বিযুনঙ্ক্ষি—বিযুক্ত কর; অপার্থকম্—অর্থহীন; বিক্রীড়িতম্—খেলা; তে—তোমার; অর্ভক—শিশুর; চেষ্টিতম্—কার্যকলাপ; যথা—মতো।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—হায় বিধাতা, তোমার কোন দয়া নেই! তুমি দেহীগণকে মৈত্রী ও প্রেমে সংযুক্ত কর আর তারপর তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার আগেই তুমি নিরর্থক তাদের বিচ্ছিন্ন কর। তোমার এই অস্থিরচিত্ত লীলা ঠিক শিশুর খেলার মতো।

শ্লোক ২০

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্ ।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; ত্বম্—তুমি; প্রদর্শ্য—দর্শন করিয়ে; অসিত—কৃষ্ণ; কুন্তল—কুঞ্চিত; আবৃতম্—আবৃত; মুকুন্দ—কৃষ্ণের; বক্ত্রম্—বদন; সুকপোলম্—সুন্দর গাল; উৎ-নসম্—ও উন্নত নাক; শোক—শোক; অপনোদ—হরণকারী; স্মিত—তাঁর মৃদু হাস্য সমন্বিত; লেশ—লেশ; সুন্দরম্—সুন্দর; করোষি—তুমি করছ; পারোক্ষ্যম্—অদৃশ্য; অসাধু—অসৎ; তে—তোমার দ্বারা; কৃতম্—কৃত।

অনুবাদ

কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশরাশি দ্বারা আবৃত, সুন্দর গাল, উন্নত নাক ও সর্বসন্তাপহারী শান্ত হাস্যময় মুকুন্দের সেই মুখমণ্ডল আমাদের দর্শন করিয়ে তুমি এখন তা অদৃশ্য করছ। তোমার এই আচরণ মোটেই ভাল নয়।

শ্লোক ২১

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্
চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥ ২১ ॥

ক্রূরঃ—ক্রূর; ত্বম্—তুমি; অক্রূর-সমাখ্যয়া—অক্রূর নামক (যার অর্থ "ক্রূর নয়"); স্ম—অবশ্যই; নঃ—আমাদের; চক্ষুঃ—চক্ষুদ্বয়; হি—বস্তুত; দত্তম্—প্রদত্ত; হরসে—হরণ করছ; বত—হায়; অজ্ঞবৎ—মূর্খের মতো; যেন—যে চক্ষু দ্বারা; এক—এক; দেশে—দেশে; অখিল—সমস্ত; সর্গ—সৃষ্টির; সৌষ্ঠবম্—পূর্ণতা; ত্বদীয়ম্—তোমার; অদ্রাক্ষম—দেখতে পেতাম; বয়ম্—আমরা; মধুদ্বিষঃ—মধু-দানবের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণের।

অনুবাদ

হে বিধাতা, যদিও তুমি এখানে অক্রূর নাম নিয়ে এসেছ, প্রকৃতপক্ষে তুমি ক্রূর। একবার যা আমাদের প্রদান করেছিলে—সেই চক্ষু দ্বারা তোমার সমগ্র সৃষ্টির পূর্ণতা, এমন কি শ্রীমধুদ্বিষের রূপের একদেশ দর্শন করছিলাম—মূর্খের মতো তুমি তা হরণ করছ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু দর্শনে গোপীদের আগ্রহ ছিল না; তাই কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তাঁদের চক্ষুদ্বয়ের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। এইভাবে কৃষ্ণের প্রস্থান এইসব দুঃখী কন্যাদের অন্ধ করছিল এবং তাঁদের কাতরতায় তাঁরা অক্রূরকে তীব্র ভর্ৎসনা করছিলেন যে, তাঁর নামের অর্থ "ক্রূর নয়" হলেও, সে নিশ্চিতভাবেই ক্রূর।

শ্লোক ২২

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত ।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং
স্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; নন্দ-সূনুঃ—নন্দ মহারাজের পুত্র; ক্ষণ—ক্ষণ; ভঙ্গ—ভঙ্গুর; সৌহৃদঃ—সৌহার্দ্য; সমীক্ষতে—দৃষ্টিপাত; নঃ—আমাদের; স্ব—তিনি; কৃত—করছেন; আতুরাঃ—তাঁর নিয়ন্ত্রণে; বত—হায়; বিহায়—পরিত্যাগ করে; গেহান্—আমাদের গৃহ; স্বজনান্—স্বজন; সুতান্—পুত্র; পতীন্—পতি; তৎ—তাঁর; দাস্যম্—দাস্যভাব; অদ্ধা—সাক্ষাৎ; উপগতাঃ—অবলম্বন করেছি; নব—নিত্য নতুন; প্রিয়ঃ—প্রিয়।

অনুবাদ

হায়, নন্দপুত্রের সৌহার্দ্য এত ক্ষণভঙ্গুর যে আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। জোর করে তাঁর বশে আকৃষ্ট আমরা কেবলমাত্র তাঁকে সেবা করার জন্য গৃহ, স্বজন, পুত্র ও পতি পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু তিনি সর্বদা নতুন প্রিয়তমার সন্ধান করছেন।

শ্লোক ২৩

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্ ।
যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥ ২৩ ॥

সুখম্—সুখ; প্রভাতা—প্রভাত; রজনী—রাত্রি; ইয়ম্—এই; আশিষঃ—আশীর্বাদ; সত্যাঃ—সত্য; বভূবুঃ—হল; পুরা—নগরীর; যোষিতাম্—রমণীগণের; ধ্রুবম্—নিশ্চিতভাবে; যাঃ—যে; সংপ্রবিষ্টস্য—(মথুরায়) প্রবেশকারী তাঁর; মুখম্—মুখ; ব্রজঃ-পতে—ব্রজপতির; পাস্যন্তি—তারা পান করবে; অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত দ্বারা; উৎকলিত—বর্ধমান; স্মিত—হাস্য; আসবম্—অমৃত।

অনুবাদ

এই রাত্রির পরবর্তী প্রভাত মথুরার রমণীগণের জন্য অবশ্যই শুভ। তাঁদের সকল আশা এখন পূর্ণ হবে, কারণ ব্রজেশ্বর তাঁদের নগরীতে প্রবেশ করলে তাঁর মুখ হতে তাঁর নেত্রপ্রান্ত দ্বারা প্রকাশিত হাস্যের অমৃত পান করতে তাঁরা সমর্থ হবেন।

শ্লোক ২৪

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈর্
গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি ।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥ ২৪ ॥

তাসাম্—তাঁদের; মুকুন্দঃ—কৃষ্ণ; মধু—মধুর মতো; মঞ্জু—মিষ্ট; ভাষিতৈঃ—বচনে; গৃহীত—বশীভূত; চিত্তঃ—চিত্ত; পরবান্—অনুগত; মনস্বী—ধীর স্বভাবসম্পন্ন; অপি—তথাপি; কথম্—কিভাবে; পুনঃ—পুনরায়; নঃ—আমাদের কাছে; প্রতিযাস্যতে—তিনি ফিরে আসবেন; অবলাঃ—হে কন্যাগণ; গ্রাম্যাঃ—গ্রাম্য; সলজ্জ—সলজ্জ; স্মিত—মৃদুহাস্য; বিভ্রমৈঃ—বিভ্রমে; ভ্রমন্—মুগ্ধ হবেন।

অনুবাদ

হে অবলাগণ, যদিও মুকুন্দ ধীর স্বভাবসম্পন্ন এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত, তথাপি একবার সে মধুর মতো মিষ্টভাষী মথুরার ঐ রমণীদের বশীভূত হলে এবং তাদের মনোমুগ্ধকর সলজ্জ হাস্যে বিভ্রান্ত হলে, কিভাবে সে আবার আমাদের মতো গ্রাম্যনারীদের কাছে ফিরে আসবে?

শ্লোক ২৫

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥ ২৫ ॥

অদ্য—আজ; ধ্রুবম্—অবশ্যই; তত্র—সেখানে; দৃশঃ—নয়নের; ভবিষ্যতে—হবে; দাশার্হ-ভোজ-অন্ধক-বৃষ্ণি-সাত্বতাম্—দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের; মহা-উৎসবঃ—এক বিশাল উৎসব; শ্রী—লক্ষ্মীদেবীর; রমণম্—প্রিয়তম; গুণ—সকল দিব্য গুণের; আস্পদম্—আধার; দ্রক্ষ্যন্তি—দর্শন করবেন; যে—যারা; চ—ও; অধ্বনি—পথ দিয়ে গমন করবেন; দেবকী-সুতম্—দেবকীনন্দন, কৃষ্ণ।

অনুবাদ

দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণ যখন মথুরায় সকল দিব্য গুণের আধার লক্ষ্মীরমণ দেবকীনন্দনকে দর্শন করবেন এবং সেই সঙ্গে যারা তাঁকে নগরীতে গমনের সময় পথিমধ্যে দর্শন করবেন, তাদের নয়নের অবশ্যই মহোৎসব হবে।

শ্লোক ২৬

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূদ্-
অক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥ ২৬ ॥

মা—উচিত নয়; **এতৎ-বিধস্য**—এরূপ; **অকরুণস্য**—একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তির; **নাম**—নাম; **ভূৎ**—হওয়া; **অক্রূরঃ ইতি**—"অক্রূর"; **এতৎ**—এই; **অতীব**—অতীব; **দারুণঃ**—ক্রূর; **যঃ**—যে; **অসৌ**—সে; **অনাশ্বাস্য**—আশ্বাস না দিয়ে; **সুদুঃখিতম্**—অতি দুঃখিত; **জনম্**—জন; **প্রিয়াৎ**—প্রাণাধিক; **প্রিয়ম্**—প্রিয় (কৃষ্ণ); **নেষ্যতি**—নিয়ে যাবে; **পারম্ অধ্বনঃ**—আমাদের দৃশ্যের অগোচরে।

অনুবাদ

যে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করছে, তার নাম অক্রূর হওয়া উচিত নয়। সে এতই নিষ্ঠুর যে, ব্রজের দুঃখিতজনদের আশ্বাস প্রদানের চেষ্টা না করেই সে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ২৭

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবং চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥ ২৭ ॥

অনার্দ্রধীঃ—কঠিন হৃদয়ের; **এষঃ**—এই (কৃষ্ণ); **সমাস্থিতঃ**—সমারূঢ় হচ্ছেন; **রথম্**—রথে; **তম্**—তাঁকে; **অনু**—অনুগমন করছে; **অমী**—এইসব; **চ**—এবং; **ত্বরয়ন্তি**—ত্বরা; **দুর্মদাঃ**—দুষ্ট; **গোপাঃ**—গোপগণ; **অনোভিঃ**—তাদের শকটে; **স্থবিরৈঃ**—বৃদ্ধগণও; **উপেক্ষিতম্**—উপেক্ষা করছে; **দৈবম্**—ভাগ্য; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের সঙ্গে; **অদ্য**—আজ; **প্রতিকূলম্**—প্রতিকূল; **ঈহতে**—আচরণ করছে।

অনুবাদ

কঠিন হৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই রথে সমারূঢ় হয়েছেন এবং মূর্খ গোপগণ তাঁর পেছনে গো-শকটে ত্বরা করছেন। এমন কি জ্যেষ্ঠগণও তাঁকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কিছুই বলছেন না। আজ ভাগ্য আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

তাৎপর্য

গোপীগণ যা ভাবছিলেন, শ্রীল শ্রীধর স্বামী তা প্রকাশ করেছেন—"এইসব মূর্খ গোপগণ এবং জ্যেষ্ঠরা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টাই করলেন না। তাঁরা কি বুঝতে পারছে না যে, তাঁরা আত্মহত্যা করছেন? তাঁরা কৃষ্ণকে মথুরায় যাওয়ার জন্য সাহায্য করছেন, কিন্তু তাঁদের তো বৃন্দাবনে ফিরে আসতে হবে আর তখন কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে তাঁদের মৃত্যু হবে। সমস্ত পৃথিবীটাই অর্থহীন হয়ে উঠছে।"

শ্লোক ২৮

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্ধদুস্ত্যজাদ্
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥ ২৮ ॥

নিবারয়ামঃ—চল, আমরা থামাই; **সমুপেত্য**—তাঁর কাছে গিয়ে; **মাধবম্**—কৃষ্ণকে; **কিম্**—কি; **নঃ**—আমাদের; **অকরিষ্যন্**—করবেন; **কুল**—পরিবারের; **বৃদ্ধ**—জ্যেষ্ঠগণ; **বান্ধবাঃ**—এবং আমাদের আত্মীয়গণ; **মুকুন্দ-সঙ্গাৎ**—শ্রীমুকুন্দের সঙ্গ হতে; **নিমিষ**—এক পলকের; **অর্ধ**—অর্ধেকও; **দুস্ত্যজাৎ**—পরিত্যাগ করা অসম্ভব; **দৈবেন**—ভাগ্য দ্বারা; **বিধ্বংসিত**—বিয়োজিত; **দীন**—বিধ্বস্ত; **চেতসাম্**—আমাদের চিত্তকে।

অনুবাদ

চল, আমরা সরাসরি মাধবের কাছে গিয়ে তাঁকে যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করি। আমাদের পরিবারের বৃদ্ধরা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমাদের কি করতে পারেন? এখন ভাগ্য আমাদের মুকুন্দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইতিমধ্যেই আমাদের হৃদয়কে দীন করেছে, কারণ ক্ষণকালের জন্যও আমরা কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ সহ্য করতে পারি না।

তাৎপর্য

গোপীগণ কি ভাবছিলেন, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন—"চল, আমরা সরাসরি কৃষ্ণের কাছে যাই এবং তাঁর বস্ত্র ও হাত দু'খানি আকর্ষণ করে তাঁকে জোর করে বলি যাতে তিনি রথ থেকে নেমে এসে এখানে আমাদের সাথে অবস্থান করেন। আমরা তাঁকে বলব, "এতগুলি নারীহত্যার কর্মফল তোমার উপরে নিও না।"

"কিন্তু আমরা যদি তা করি," অন্য একজন গোপী বললেন, "তা হলে আমাদের আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের বৃদ্ধগণ কৃষ্ণের প্রতি আমাদের গোপন প্রেম ধরে ফেলবেন আর আমাদের পরিত্যাগ করবেন।"

"কিন্তু তাঁরা আমাদের কি করতে পারেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের জীবন ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত হয়েছে, কারণ এখন কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন। আমাদের আর কিছু হারাবার নেই।"

"তা ঠিক। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠিত দেবীরূপে আমরা সেখানে অবস্থান করব আর তখন কৃষ্ণের সঙ্গে বনে থাকার জন্য আমাদের যে প্রকৃত অভিলাষ, তা আমরা পূর্ণ করতে পারব।"

"হ্যাঁ, এবং যদি বয়স্কেরা ও আত্মীয়েরা আমাদের প্রহার করে শাস্তি দেন কিম্বা আমাদের ঘরে বন্ধ করে রাখেন, তবুও কৃষ্ণ আমাদের গ্রামে বাস করছেন এই জ্ঞানে আমরা সুখে থাকব। যারা শাস্তি পায়নি, আমাদের এমন কোন কোন সখীরা কৌশলে কোন উপায় বার করে কৃষ্ণের অন্নের অবশিষ্টাংশ আমাদের জন্য নিয়ে আসবে আর তখন আমরা বেঁচে থাকতে পারব। কিন্তু কৃষ্ণকে যদি এখন থামানো না যায়, তবে আমরা নিশ্চয়ই মরে যাব।"

শ্লোক ২৯

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥ ২৯ ॥

যস্য—যাঁর; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **ললিত**—মধুর; **স্মিত**—হাস্য; **বল্গু**—মনোহর; **মন্ত্র**—সঙ্কেত বার্তা; **লীলা**—লীলা; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **পরিরম্ভণ**—এবং আলিঙ্গন; **রাস**—রাসনৃত্যের; **গোষ্ঠ্যাম্**—সভায়; **নীতাঃ স্ম**—অতিবাহিত করেছি; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষণম্**—ক্ষণকালের; **ইব**—মতো; **ক্ষণদাঃ**—রাত্রিসকল; **বিনা**—বিনা; **তম্**—তাঁকে; **গোপ্যঃ**—হে গোপীগণ; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—প্রকৃতপক্ষে; **অতিতরেম**—অতিক্রম করব; **তমঃ**—অন্ধকার; **দুরন্তম্**—দুষ্পার।

অনুবাদ

তিনি যখন রাসনৃত্য সভায় আমাদের আনয়ন করতেন, তখন তাঁর অনুরাগ ও মধুর হাস্য, তাঁর মনোহর গোপন সংলাপ, তাঁর লীলাময় দৃষ্টিপাত ও তাঁর আলিঙ্গন উপভোগ করে আমরা অসংখ্য রাত্রিকে ক্ষণমাত্র কাল রূপে অতিবাহিত করতাম। হে গোপীগণ, আমরা কিভাবে তাঁর অনুপস্থিতির দুষ্পার অন্ধকার অতিক্রম করব?

তাৎপর্য

গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গের দীর্ঘ সময়কে ক্ষণকাল রূপে অতিবাহিত করতেন; এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে একটি মুহূর্তও তাঁদের কাছে দীর্ঘ সময় বলে মনে হচ্ছে।

শ্লোক ৩০

যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্ ।

বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥ ৩০ ॥

যঃ—যিনি; **অহ্নঃ**—দিনের; **ক্ষয়ে**—অবসানে; **ব্রজম্**—ব্রজ; **অনন্ত**—অনন্তের, শ্রীবলরাম; **সখঃ**—সখা, কৃষ্ণ; **পরীতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালক দ্বারা; **বিশন্**—প্রবেশ করতে করতে; **খুর**—খুরের, (গাভীর); **রজঃ**—ধূলি; **চুরিত**—রঞ্জিত; **অলক**—কুঞ্চিত কেশরাশি; **স্রক্**—তাঁর মালা; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **ক্বণন্**—বাদন করতে করতে; **স্মিত**—হাস্য; **কটাক্ষ**—তাঁর চক্ষুর প্রান্তদেশ হতে; **নিরীক্ষণেন**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **চিত্তম্**—আমাদের চিত্ত; **ক্ষিণোতি**—তিনি হরণ করেন; **অমুম্**—তাঁকে; **ঋতে**—বিনা; **নু**—বস্তুত; **কথম্**—কিভাবে; **ভবেম্**—আমরা বাঁচতে পারি।

অনুবাদ

যিনি সন্ধ্যায় গোপবালক সহযোগে ব্রজে ফিরে আসেন, যাঁর কেশ ও মাল্য গো-খুর উত্থিত ধূলায় রঞ্জিত, অনন্তসখা সেই কৃষ্ণ বিনা আমরা কিভাবে বাঁচব? তিনি যখন বেণুবাদন করেন, তাঁর সস্মিত কটাক্ষবলোকন আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ
এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণাঃ**—বলতে বলতে; **বিরহ**—বিরহে; **আতুরাঃ**—কাতর; **ভৃশম্**—অতিশয়; **ব্রজস্ত্রিয়ঃ**—ব্রজের রমণীগণ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ; **বিষক্ত**—আসক্ত; **মানসাঃ**—হৃদয়ে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **লজ্জাম্**—লজ্জা; **রুরুদুঃ স্ম**—ক্রন্দন করতে লাগলেন; **সু-স্বরম্**—উচ্চৈঃস্বরে; **গোবিন্দ-দামোদর-মাধব ইতি**—হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইসব কথাগুলি বলবার পর কৃষ্ণগতচিত্তা ব্রজ-রমণীগণ তাঁদের আসন্ন কৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত কাতরতা অনুভব করলেন। তাঁরা সকল লজ্জা বিস্মৃত হয়ে 'হে গোবিন্দ, হে দামোদর, হে মাধব' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দীর্ঘ সময় ধরে গোপীগণ সযত্নে তাঁদের কৃষ্ণপ্রণয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন সেই কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন দেখে গোপীগণ এতই কাতর হয়ে উঠলেন যে, তাঁরা তাঁদের সব মনোভাব আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

শ্লোক ৩২

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্যথ ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥ ৩২ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীগণ; **এবম্**—এইভাবে; **রুদন্তিনাম্**—যখন ক্রন্দন করছিলেন; **উদিতে**—উদিত; **সবিতরি**—সূর্য; **অথ**—তখন; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **চোদয়াম্ আস**—শুরু করলেন; **কৃত**—অনুষ্ঠানপূর্বক; **মৈত্র-আদিকঃ**—তাঁর প্রভাত আরাধনা ও অন্যান্য নিয়মিত কর্তব্যসমূহ; **রথম্**—রথ।

অনুবাদ

কিন্তু এইভাবে গোপীগণের ক্রন্দন সত্ত্বেও অক্রূর সূর্যোদয় হলে তাঁর প্রভাতের পূজা ও অন্যান্য কর্মসমূহ সম্পাদন করে রথ পরিচালনা শুরু করলেন।

তাৎপর্য

কোন কোন বৈষ্ণব আচার্যগণের মতে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার সময় গোপীদের আশ্বাস প্রদান না করে অক্রূর অপরাধ করেছিলেন আর এই অপরাধের জন্যই পরবর্তীকালে দ্বারকা ছাড়তে বাধ্য হয়ে স্যমন্তক মণি কাণ্ডের সময় কৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। সেই সময় অক্রূর বারাণসীতে এক অসম্মানজনক বাসস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অপরদিকে, মাতা যশোদা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য অধিবাসীগণ গোপীদের মতো ক্রন্দন করেননি, কারণ তাঁরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, কৃষ্ণ কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

শ্লোক ৩৩

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্ ॥ ৩৩ ॥

গোপাঃ—গোপগণ; **তম্**—তাঁকে; **অন্বসজ্জন্ত**—অনুগমন করলেন; **নন্দাদ্যাঃ**—নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে; **শকটৈঃ**—তাঁদের শকটযোগে; **ততঃ**—তখন; **আদায়**—গ্রহণ করে; **উপায়নম্**—উপহার স্বরূপ; **ভূরি**—প্রচুর; **কুম্ভান্**—কলস; **গো-রস**—দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি; **সম্ভৃতান্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপগণ তাঁদের শকটে করে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে অনুগমন করলেন। তাঁরা রাজার জন্য কলসপূর্ণ ঘি ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সহ প্রচুর উপহারাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥ ৩৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; চ—এবং; দয়িতম্—তাঁদের প্রিয়; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণ; অনুব্রজ্য—অনুগমন করে; অনুরঞ্জিতাঃ—আনন্দিত হলেন; প্রত্যাদেশম্—প্রত্যাদেশ; ভগবতঃ—ভগবানের কাছ থেকে; কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ—আকাঙ্ক্ষায়; চ—এবং; অবতস্থিরে—তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনুবাদ

(তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কিছুটা শান্ত করলেন এবং তাঁরাও কিছুক্ষণ তাঁর অনুগমন করলেন। অতঃপর, তাঁর প্রত্যাদেশ আকাঙ্ক্ষা করে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ৩৫

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তাঃ—তাঁদের (গোপীদের); তথা—এইভাবে; তপ্যতীঃ—সন্তপ্তা; বীক্ষ্য—দেখে; স্ব-প্রস্থানে—তাঁর প্রস্থানে; যদু-উত্তমঃ—যদুশ্রেষ্ঠ; সান্ত্বয়াম্ আস—তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন; স-প্রেমৈঃ—প্রেমপূর্ণ; আয়াস্যে ইতি—"আমি ফিরে আসব"; দৌত্যকৈঃ—দূত দ্বারা প্রেরিত বচনে।

অনুবাদ

তাঁর প্রস্থানে গোপীগণ কিভাবে সন্তপ্তা ছিলেন তা দর্শন করে, "আমি ফিরে আসব" এই প্রেমপূর্ণ প্রতিজ্ঞা দূত মাধ্যমে প্রেরণ করে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩৬

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্ রেণু রথস্য চ ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; আলক্ষ্যতে—দেখা যায়; কেতুঃ—ধ্বজা; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; রেণুঃ—ধূলি; রথস্য—রথের; চ—এবং; অনুপ্রস্থাপিত—কৃষ্ণানুগত; আত্মানঃ—তাঁদের চিত্ত; লেখ্যানি—চিত্রার্পিত অবয়বের; ইব—ন্যায়; উপলক্ষিতাঃ—অবস্থান করছিলেন।

অনুবাদ

যতক্ষণ রথ-চূড়ার ধ্বজা দেখা গেল এবং যতক্ষণ রথের চাকা দ্বারা উত্থিত ধূলা দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ গতিহীন চিত্রার্পিত অবয়বের মতো অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৩৭

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে ।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ৩৭ ॥

তাঃ—তারা; নিরাশাঃ—নিরাশ হয়ে; নিববৃতুঃ—ফিরে চললেন; গোবিন্দ-বিনিবর্তনে—গোবিন্দের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে; বিশোকাঃ—অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে; অহনী—দিবারাত্র; নিন্যুঃ—তাঁরা অতিবাহিত করলেন; গায়ন্ত্যঃ—গান করতে করতে; প্রিয়—তাঁদের প্রিয়তমের; চেষ্টিতম্—আচরণ বিষয়ে।

অনুবাদ

অতঃপর গোপীগণ গোবিন্দের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। দুঃখে তাঁদের প্রিয়তমের লীলাসমূহ কীর্তন করতে করতে তাঁরা দিবারাত্র অতিবাহিত করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৮

ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্—ভগবান; অপি—ও; সম্প্রাপ্তঃ—উপস্থিত হলেন; রাম-অক্রূর-যুতঃ—বলরাম ও অক্রূরের সঙ্গে একত্রে; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); রথেন—রথে করে; বায়ু—বায়ুর মতো; বেগেন—দ্রুতবেগে; কালিন্দীম্—কালিন্দী (যমুনা) নদীতে; অঘ—পাপ; নাশিনীম্—বিনাশকারী।

অনুবাদ

হে রাজন, অক্রূর ও শ্রীবলরামের সঙ্গে বায়ুবেগে সেই রথে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান কৃষ্ণ পাপনাশিনী কালিন্দী নদীর সমীপে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপনে তাঁর গোপীগণের বিরহে সন্তপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানের এই সমস্ত দিব্য অনুভূতিগুলি তাঁর পরম হ্লাদিনী শক্তির অংশ।

শ্লোক ৩৯

তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্ ।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥ ৩৯ ॥

তত্রঃ—সেখানে; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে; **পানীয়ম্**—তাঁর হাতে; **পীত্বা**—পান করলেন; **মৃষ্টম্**—মিষ্টি; **মণি**—মণির মতো; **প্রভম্**—স্বচ্ছ; **বৃক্ষ**—বৃক্ষ; **ষণ্ডম্**—রাজির; **উপব্রজ্য**—সমীপে গমন করলেন; **স-রামঃ**—বলরামের সঙ্গে; **রথম্**—রথে; **আবিশৎ**—তিনি আরোহণ করলেন।

অনুবাদ

উজ্জ্বল মণির চেয়েও সেই নদীর জল অধিক স্বচ্ছ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আচমন করে নিজ হস্তে জলপান করলেন। অতঃপর তিনি রথটিকে নিয়ে বৃক্ষরাজির কাছে গিয়ে বলরামের সাথে আবার রথে আরোহণ করলেন।

শ্লোক ৪০

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি ।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥ ৪০ ॥

অক্রূরঃ—অক্রূর; **তৌ**—তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে; **উপামন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **নিবেশ্য**—তাঁদের বসিয়ে রেখে; **চ**—ও; **রথ-উপরি**—রথের উপরে; **কালিন্দ্যা**—যমুনার; **হ্রদম্**—হ্রদে; **আগত্য**—গমন করে; **স্নানম্**—স্নান; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে; **আচরৎ**—আচরণ করলেন।

অনুবাদ

অক্রূর তাঁদের দুজনকে রথে আসন গ্রহণ করতে বললেন। অতঃপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে, যমুনার এক হ্রদে গমন করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নান করলেন।

শ্লোক ৪১

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥ ৪১ ॥

নিমজ্জ্য—নিমজ্জিত হয়ে; **তস্মিন্**—সেই; **সলিলে**—জলে; **জপন্**—জপ করতে করতে; **ব্রহ্ম**—বৈদিক মন্ত্র; **সনাতনম্**—সনাতন; **তৌ**—তাঁদের; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **দদৃশে**—দর্শন করলেন; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **রাম-কৃষ্ণৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **সমন্বিতৌ**—একত্রে।

অনুবাদ

তিনি জলে নিমজ্জিত হয়ে সনাতন বৈদিক মন্ত্র জপ করতে করতে সহসা বলরাম ও কৃষ্ণকে তাঁর সম্মুখে দর্শন করলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।
তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥ ৪২ ॥
তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥ ৪৩ ॥

তৌ—তাঁরা; **রথস্থৌ**—রথে উপস্থিত ছিলেন; **কথম্**—কিভাবে; **ইহ**—এখানে; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের; **তর্হি স্বিৎ**—তা হলে কি; **স্যন্দনে**—রথে; **ন স্তঃ**—তাঁরা নেই; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **উন্মজ্জ্য**—জল থেকে উত্থিত হয়ে; **ব্যচষ্ট**—দর্শন করলেন; **সঃ**—তিনি; **তত্র অপি**—একই স্থানে; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—আগের মতোই; **আসীনৌ**—বসে আছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **এব**—ও; **সঃ**—তিনি; **ন্যমজ্জৎ**—জলে নিমজ্জিত হয়ে; **দর্শনম্**—দর্শন করলেন; **যৎ**—যদি; **মে**—আমার; **মৃষা**—মিথ্যা; **কিম্**—তবে কি; **সলিলে**—জল মধ্যে; **তয়োঃ**—তাঁদের।

অনুবাদ

অক্রূর ভাবলেন, "কিভাবে রথে সমাসীন আনকদুন্দুভির দুই পুত্র এখানে জলমধ্যে দণ্ডায়মান হতে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই রথ থেকে নেমে এসেছেন।" কিন্তু যখন তিনি নদী থেকে উঠে এলেন পূর্ববৎ তাঁদের রথেই দর্শন করলেন। "তবে আমি যে তাঁদের জলমধ্যে দর্শন করলাম, তা কি মিথ্যা?" আপন মনে প্রশ্ন করতে করতে অক্রূর পুনরায় হ্রদে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৪৪-৪৫

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্ ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্ ।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায়; তত্র অপি—সেই একই স্থানে; সঃ—তিনি; অদ্রাক্ষীৎ—দর্শন করলেন; স্তূয়মানম্—স্তূয়মান; অহি ঈশ্বরম্—সর্পদের ঈশ্বর (অনন্তশেষ, বিষ্ণুর শয়নস্থান রূপে সেবিত, শ্রীবলরামের অংশপ্রকাশ); সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বৈঃ—সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বগণ দ্বারা; অসুরৈঃ—এবং অসুরদের দ্বারা; নত—নত; কন্ধরৈঃ—স্কন্ধ; সহস্র—সহস্র; শিরসম্—মস্তক বিশিষ্ট; দেবম্—ভগবান; সহস্র—সহস্র; ফণ—ফণাবিশিষ্ট; মৌলিনম্—এবং শিরস্ত্রাণ; নীল—নীল; অম্বরম্—বসন; বিস—মৃণাল; শ্বেতম্—শ্বেত; শৃঙ্গৈঃ—শৃঙ্গযুক্ত; শ্বেতম্—কৈলাস পর্বত; ইব—তুল্য; স্থিতম্—অবস্থিত।

অনুবাদ

সেখানে অক্রূর এখন সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও অসুরগণের দ্বারা অবনতমস্তকে স্তূয়মান, সর্পরাজ অনন্তশেষকে দর্শন করলেন। অক্রূর দর্শন করলেন যে, সহস্রশীর্ষ, সহস্রফণা ও সহস্র শিরস্ত্রান সমন্বিত মৃণালতুল্য শ্বেতবর্ণ, নীলবসন ভগবান কৈলাস পর্বতের মতো বহুশৃঙ্গযুক্ত হয়ে অবস্থান করছেন।

শ্লোক ৪৬-৪৮

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্ ।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥ ৪৭ ॥
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্ ।
কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥ ৪৮ ॥

তস্য—তাঁর (অনন্তশেষ); উৎসঙ্গে—ক্রোড়ে; ঘন—বাদল মেঘবৎ; শ্যামম্—শ্যাম বর্ণ; পীত—পীত; কৌশেয়—রেশমী; বাসসম্—বসন; পুরুষম্—পরম পুরুষ; চতুঃ-ভুজম্—চতুর্ভুজ; শান্তম্—শান্ত; পদ্ম—পদ্মের; পত্র—পত্রতুল্য; অরুণ—অরুণ বর্ণ; ঈক্ষণম্—নেত্রদ্বয়; চারু—মনোহর; প্রসন্ন—প্রসন্ন; বদনম্—মুখমণ্ডল; চারু—মনোহর; হাস—হাস্য; নিরীক্ষণম্—দৃষ্টিপাত; সু—মনোহর; ভ্রূ—ভ্রূদ্বয়; উৎ—উন্নত;

নসম্—নাসিকা; **চারু**—মনোহর; **কর্ণম্**—কর্ণ; **সু**—মনোরম; **কপোল**—গণ্ডদেশ; **অরুণ**—অরুণ বর্ণের; **অধরম্**—ওষ্ঠ; **প্রলম্ব**—আজানুলম্বিত; **পীবর**—স্থূল; **ভুজম্**—বাহুদ্বয়; **তুঙ্গ**—উন্নত; **অংস**—স্কন্ধ; **উরঃস্থল**—বক্ষ; **শ্রিয়ম্**—সুন্দর; **কম্বু**—শঙ্খের মতো; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ; **নিম্ন**—নিম্ন; **নাভিম্**—নাভি; **বলিমৎপল্লবোদরম্**—যাঁর উদর পত্রসদৃশ রেখাযুক্ত।

অনুবাদ

অক্রূর অতঃপর পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্তশেষের ক্রোড়ে শান্তভাবে শায়িত দর্শন করলেন। সেই পরম পুরুষের বর্ণ ঘনশ্যাম। তিনি পীত বসন পরিহিত, চতুর্ভুজ এবং নয়নযুগল কমলপত্রবৎ অরুণবর্ণ। তাঁর মনোরম মুখমণ্ডল, প্রসন্ন দৃষ্টিপাত, সুরম্য ভ্রূযুগল ও মধুরহাস্যসমন্বিত। তাঁর উন্নত নাসিকা, সুগঠিত কর্ণদ্বয়, এবং অরুণবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত সুন্দর কপোল। তাঁর সুন্দর উন্নত স্কন্ধ ও প্রশস্ত বক্ষ, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও স্থূল। তাঁর কণ্ঠদেশ শঙ্খসদৃশ, নাভি সুগভীর এবং উদর অশ্বত্থপত্র সদৃশ রেখাযুক্ত।

শ্লোক ৪৯-৫০

বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতম্ ।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥ ৪৯ ॥
তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভির্বৃতম্ ।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥ ৫০ ॥

বৃহৎ—বিশাল; **কটি-তট**—তাঁর কোমর; **শ্রোণি**—শ্রোণিদেশ; **করভ**—হস্তীশুঁড় তুল্য; **উরু**—উরু; **দ্বয়া**—দ্বয়; **অন্বিতম্**—যুক্ত; **চারু**—রমণীয়; **জানু-যুগম্**—জানুদ্বয়; **চারু**—মনোহর; **জঙ্ঘা**—জঙ্ঘা; **যুগল**—দ্বয়; **সংযুতম**—সংযুক্ত; **তুঙ্গ**—সমুন্নত; **গুল্ফ**—গোড়ালি; **অরুণ**—অরুণবর্ণের; **নখব্রাত**—নখ সমূহের; **দীধিতিভিঃ**—কিরণে; **বৃতম**—বেষ্টিত; **নব**—নরম; **অঙ্গুলি-অঙ্গুষ্ঠ**—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গুলিসমূহ; **দলৈঃ**—ফুলদল তুল্য; **বিলসৎ**—শোভিত; **পাদ-পঙ্কজম্**—পাদপদ্ম।

অনুবাদ

তাঁর শ্রোণি ও কটিদেশ বিশাল, উরুদ্বয় হস্তী-শুঁড়-তুল্য এবং জানু ও জঙ্ঘা সুগঠিত। তাঁর ফুলদলতুল্য আঙুলের নখ হতে প্রকাশিত উজ্জ্বল কিরণ তাঁর উন্নত গুল্ফদ্বয় প্রতিফলিত করে তাঁর চরণকমল শোভিত করছে।

শ্লোক ৫১-৫২

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ৫১ ॥
ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৫২ ॥

সু-মহার্হ—মহামূল্য; মণি-ব্রাত—মণিরাজি সমন্বিত; কিরীট—শিরস্ত্রাণ; কটক—বলয়; অঙ্গদৈঃ—অঙ্গদে; কটি-সূত্র—কোমর বন্ধনী; ব্রহ্ম-সূত্র—যজ্ঞোপবীত; হার—হার; নূপুর—নূপুর; কুণ্ডলৈঃ—কুণ্ডল; ভ্রাজমানম্—সুশোভিত; পদ্ম—পদ্ম; করম্—হস্ত; শঙ্খ—শঙ্খ; চক্র—চক্র; গদা—গদা; ধরম্—ধারণ করেন; শ্রীবৎস—শ্রীবৎস চিহ্ন; বক্ষসম্—বক্ষ; ভ্রাজৎ—উজ্জ্বল; কৌস্তুভম্—কৌস্তুভ মণি; বন-মালিনম্—বনফুলের মালা।

অনুবাদ

বহু মূল্যবান রত্নে বিভূষিত কিরীট, বলয়, অঙ্গদ, কোমরবন্ধনী, যজ্ঞ-সূত্র, কণ্ঠহার, নূপুর ও কুণ্ডলে সুশোভিত ভগবান পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজ করছিলেন। তিনি এক হাতে পদ্ম ধারণ করেছিলেন, আর অন্য হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভমণি ও বনমালা শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ৫৩-৫৫

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ ।
সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ ।
স্তূয়মানং পৃথগ্ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া ।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥ ৫৫ ॥

সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখৈঃ—সুনন্দ ও নন্দের নেতৃত্বে; পার্ষদৈঃ—তাঁর পার্ষদগণ দ্বারা; সনক-আদিভিঃ—সনক কুমার ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়; সুর-ঈশৈঃ—প্রধান দেবতাগণ; ব্রহ্ম-রুদ্র-আদৈঃ—ব্রহ্মা ও রুদ্রের নেতৃত্বে; নবভিঃ—নয়জন; চ—এবং; দ্বিজ-উত্তমৈঃ—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ (মরীচির নেতৃত্বে); প্রহ্লাদ-নারদ-বসু-প্রমুখৈঃ—প্রহ্লাদ, নারদ ও উপরিচর বসুর নেতৃত্বে; ভাগবত-উত্তমৈঃ—উত্তম ভাগবতগণ দ্বারা; স্তূয়মানম্—স্তুত হয়েছিলেন; পৃথক্-ভাবৈঃ—ভিন্ন ভিন্ন প্রেমময়ী মনোভাবে; বচোভিঃ—বাক্যে; অমল-

আত্মভিঃ—নির্মল; **শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যা ইলয়া ঊর্জয়া**—শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা এবং ঊর্জা নামক ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসমূহ; **বিদ্যয়া অবিদ্যয়া**—তাঁর বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তির দ্বারা; **শক্ত্যা**—তাঁর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা; **মায়য়া**—তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা; **চ**—এবং; **নিষেবিতম্**—সেবিত হচ্ছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ, সুনন্দ ও তাঁর অন্যান্য ব্যক্তিগত পার্ষদগণ, সনক ও অন্যান্য কুমারগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য প্রধান দেবতাগণ, নয়জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও সর্বোত্তম ভক্তবৃন্দ, প্রহ্লাদ, নারদ ও উপরিচর বসুর নেতৃত্বে ভগবানকে পরিবেষ্টন করে তাঁর স্তুতি করছেন। এইসব মহান পুরুষগণ প্রত্যেকেই তাঁকে নিজ অনুপম ভাবে পবিত্র বচন কীর্তন করে ভগবানের স্তুতি করছিলেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রধান, শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা ও ঊর্জা এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বিদ্যা, অবিদ্যা ও মায়া আর তাঁর 'শক্তি' নামক অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখিত ভগবানের শক্তিসমূহকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রী হচ্ছেন সম্পদ শক্তি, পুষ্টি বল প্রদান করেন, গীঃ জ্ঞানের, কান্তি সৌন্দর্যের, কীর্তি যশের এবং তুষ্টি হচ্ছেন ত্যাগের শক্তি। এই ছয়টি হচ্ছেন ভগবানের ষড় ঐশ্বর্য। ইলা হচ্ছেন *ভূ-শক্তি, সন্ধিনী* নামেও পরিচিত, যে অন্তরঙ্গা শক্তির একটি প্রকাশ হচ্ছে ভূমি। ঊর্জা তাঁর লীলা অনুষ্ঠানের অন্তরঙ্গা শক্তি। এই পৃথিবীতে তিনি তুলসী বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান) হচ্ছেন বহিরঙ্গা শক্তি যা যথাক্রমে জীবের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। শক্তি হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তি আর বিদ্যা ও অবিদ্যার মূল স্বরূপ মায়া হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। চ শব্দ দ্বারা ভগবানের তটস্থা শক্তি বা *জীব শক্তি*-র উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যিনি মায়ার অধীন। এই সমস্ত মূর্তিমান শক্তিবৃন্দের দ্বারা ভগবান বিষ্ণু সেবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৬-৫৭

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ।
হৃষ্যত্তনুরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥ ৫৬ ॥
গিরা গদ্‌গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ ।
প্রণম্য মূর্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ৫৭ ॥

বিলোক্য—(অক্রূর) দর্শন করে; সু-ভৃশম্—অতিশয়; প্রীতঃ—প্রীত হলেন; ভক্ত্যা—ভক্তিতে; পরময়া—পরম; যুতঃ—যুক্ত হয়ে; হৃষ্যৎ-তনু-রুহঃ—পুলকিত হলেন; ভাব—ভাবে; পরিক্লিন্ন—আর্দ্র; আত্ম—তাঁর দেহ; লোচনঃ—নয়নদ্বয়; গিরা—বাক্য দ্বারা; গদ্‌গদয়া—রুদ্ধ; অস্তৌষীৎ—স্তব নিবেদন করলেন; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; আলম্ব্য—অবলম্বন করে; সাত্বতঃ—অক্রূর; প্রণম্য—অবনত করে; মূর্ধ্না—তাঁর মস্তক; অবহিতঃ—সাবধানে; কৃত-অঞ্জলি-পুটঃ—সবিনয়ে যুক্ত করে।

অনুবাদ

মহান ভক্তরূপে অক্রূর এই সমস্ত দর্শন করে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও দিব্যভক্তিতে যুক্ত অনুভব করলেন। তাঁর গভীর ভাবের ফলে তাঁর দেহ পুলকিত হয়েছিল ও নয়নদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে তাঁর শরীরকে আর্দ্র করেছিল। কোনভাবে নিজেকে সংযত রেখে অক্রূর ভূমিতে মস্তক অবনত করে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে সাবধানে স্তব শুরু করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন' নামক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।